بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ জুন, ২০১৮ মোতাবেক ১৫ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.) জুমুআর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, এতে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন মুসলমান এমন মুহূর্ত লাভ করে আর তখন সে যদি দাঁড়িয়ে নামাজরত থাকে তাহলে সে যে দোয়াই করে তা গ্রহণ করা হয় অথবা যে মঙ্গল ও কল্যাণ সে যাচনা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দান করেন। এর ব্যাখ্যায় অনেকে এটিও বলে থাকে যে, জুমুআর খুতবাও যেহেতু নামাজেরই অংশ তাই এটিও সেই সময়ের অন্তর্ভুক্ত যখন সেই ক্ষণ লাভ হয়। যাহোক জুমুআর দিনের এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য তা আদায় করা আবশ্যক করা হয়েছে। নামাযে প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী দোয়া করে থাকে, আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু দোয়ার বিশেষ কোন চেতনা তাদের মাঝে জাগ্রত হয় না, তারা শুধুমাত্র নামায পড়ে নেয় এবং নামাজে পঠিত শব্দাবলী আওড়ে নেয়াকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করে আর দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারে না। তাই আজ এই রমজানের শেষ জুমুআয় আমি ভাবলাম, কিছু দোয়া পড়ে দেই যাতে দোয়া কী- এ সম্পর্কে যারা খুব বেশি বোধবুদ্ধি রাখে না তারাও জানতে পারে, আর একই সাথে আমরা জামা'তীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমাদের দোয়া ও প্রার্থনা উপস্থাপন করি এবং নামাযে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দোয়া করি। এই দোয়া সমূহের মাঝে আমি কুরআন শরীফের কতিপয় দোয়া নিয়েছি, রসূলে করীম (সা.)-এর কিছু দোয়া রয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু দোয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত আর কিছু সাধারণ দোয়াও রয়েছে। কিছু কুরআনী এবং মাসনুন বা রসূল (সা.)-এর রীতি অনুসারে প্রচলিত দোয়া আমি পড়ব। যাদের সেগুলো মুখস্ত আছে তারা মনে মনে তা পড়ুন বা যারা আমার সাথে পড়তে পারেন তারা পড়ুন এবং প্রত্যেক দোয়ার পর মনে মনে আমীনও বলতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করুন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।

কুরআনী দোয়াগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হলো-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করে।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (সূরা আ'রাফ: ১২৭)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ

وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(সূরা আল মায়েদা: ১১৫)

হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য নেয়ামতপূর্ণ খাঞ্চা নাযেল কর যা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষাংশের জন্য ঈদস্বরূপ হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে তা হবে এক মহান নিদর্শন হবে আর তুমি আমাদেরকে রিযক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিযক দাতা।

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ

عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ(সূরা আলে ইমরান: ১৯৪)

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে এই বলে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু! অতএব, তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে শামিল করে মৃত্যু দাও।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ(সূরা আলে ইমরান: ৫৪)

হে আমাদের প্রভু! তুমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের আনুগত্য করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (সূরা আলে ইমরান : ৯)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ(সূরা আলে ইমরান : ৩৯)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তানসন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি অনেক বেশি দোয়া শ্রবণকারী।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(সূরা আল ফুরকান: ৭৫)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(সূরা আল আহকাফ : ১৬)

হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে তৌফিক দান কর যেন আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং আমাকে তৌফিক দাও যেন আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও আর এবং আমার জন্য আমার বংশধরদেরও সংশোধন কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হই এবং নিশ্চয়ই আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (সূরা আস্ সাফ্ফাত: ১০১)

হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে উত্তরাধিকারী বা পুত্র দান কর।

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ(সূরা আল কাসাস: ২৫)

হে আমার প্রভু! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই তার ভিখারী।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ(সূরা আন নামল: ২০)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ আর যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (সূরা আল্ মু'মিনুন: ৯৮-৯৯)

আর তুমি বল, হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় চাই এবং হে আমার প্রভু! আমি এ থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে, সেসব প্ররোচনা আমার ধারে কাছেও আসুক।

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا(সূরা তা হা: ১১৫)

হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي(সূরা তা হা: ২৬-২৯)

হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করে দাও আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও যেন তারা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে।

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا(সূরা আল কাহাফ: ১১)

হে আমাদের প্রভু! তোমারই পক্ষ থেকে তুমি আমাদেরকে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও।

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যেন তা সত্যতার সাথে হয় এবং আমাকে এমনভাবে বের কর যেন তা সত্যতার সাথে হয় আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রদান কর।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا(সূরা বনি ইসরাঈল: ২৫)

হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি অর্থাৎ আমার পিতামাতার প্রতি রহম বা অনুগ্রহ কর যেভাবে তারা উভয়ে শৈশবে আমার প্রতিপালন করেছিলেন।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ(সূরা আশ শোআরা: ৮৩-৮৫)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর আর পরবর্তীতে মাঝে আমার জন্য সত্যবাদী মুখ নির্ধারণ করে দাও এবং আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي(সূরা আল কাসাস: ১৭)

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর জুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(সূরা আত তাহরীম: ৯)

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ(সূরা আল মু'মিনুন: ১১০)

হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, বস্তুত দয়ালুদের মাঝে তুমিই সর্বোত্তম।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪)

হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি এবং তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি দয়া না কর তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(সূরা আল আ'রাফ : ৪৮)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ(সূরা আল আম্বিয়া : ৯০)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছেড়ে দিও না এবং তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (সূরা আল মু'মিনুন : ৯৪-৯৫)

হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে তা দেখিয়েই দাও যা থেকে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে (তাহলে এটি এক দোয়া মাত্র।) হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে জালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করো না।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(সূরা আল মু'মিন : ৮-১০)

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি (নিজ) কৃপা ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে ঘিরে রেখেছ। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথের অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা কর আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়ে রেখেছ এবং তাদের পিতৃপুরুষ, সঙ্গীসাথি ও সন্তানসন্ততির মধ্যে থেকে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবেশ করাও)। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশীল পরম প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা কর। বস্তুত সেই দিন তুমি যাকে পাপের (পরিণতি) হতে রক্ষা করবে তবে অবশ্যই তুমি তার প্রতি অনেক দয়া করলে আর এটি অনেক বড় সফলতা।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ(সূরা আল হাশর : ১১)

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকেও (ক্ষমা কর,) যারা ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে আর আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল ও পরম দয়াময়।

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا(সূরা নূহ : ২৯)

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে আর সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা কর এবং তুমি জালেমদেরকে ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছুতে উন্নতি দিও না।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দান কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ(সূরা আল আ'রাফ : ১৫৬)

তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, আর তুমি ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا(সূরা আল ফুরকান : ৬৬)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর হতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় এর আযাব সর্বনাশা।

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(সূরা আলে ইমরান: ১৭)

হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ(সূরা ইব্রাহীম : ৪১-৪২)

হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দাও। হে আমাদের প্রভু! এবং আমার দোয়া কবুল কর। হে আমাদের প্রভু! বিচার দিবসের দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মু’মিনগণকে ক্ষমা কর।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ(সূরা আশ শোয়ারা : ১৭০)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর যা তারা করছে।

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۞ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
(সূরা আশ শোয়ারা : ১১৮-১১৯)

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মিমাংসা কর এবং আমাকে মুক্তি দাও আর তাদেরকেও যারা মু’মিনদের মাঝ থেকে আমার সাথে আছে।

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ(সূরা আল আনকাবুত : ৩১)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ(সূরা আল্ কামার: ১১)

নিশ্চয় আমি পরাভূত, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ(সূরা আল বাকারা : ২৮৭)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটিবিচ্যুতি করি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তাদের পাপের কারণে অর্পন করেছিলে। আর হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর এবং আমাদের ক্ষমা কর আর আমাদের ওপর রহম কর, কারণ তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহয্য কর।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা আল বাকারা : ২৫১)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ওপর ধৈর্যশক্তি বর্ষণ কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ও আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর আর আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (সূরা আ'রাফ: ৯০)

হে আমদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মিমাংসা করে দাও কেননা তুমি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা ইউনুস: ৮৬-৮৭)

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করো না এবং আমাদেরকে তুমি নিজ কৃপাগুণে কাফের জাতির হাত থেকে রক্ষা কর।

رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (সূরা আল মু'মেনূন: ২৭)

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য কর কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(সূরা আত্ তাহরীম: ১২)

হে আমার প্রভু! তুমি আমার জন্য জান্নাতে তোমার সন্নিধানে একটি ঘর নির্মাণ কর। আর আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে রক্ষা কর, এবং আমাকে এই অত্যাচারী জাতি হতে নিষ্কৃতি দান কর।
এখন মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কিছু দোয়া রয়েছে। যে দোয়াগুলো তিনি (সা.) শিখিয়েছেন।

হে আল্লাহ! তুমি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর আমার সকল কর্মকাণ্ডে আমার অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা এবং সীমালঙ্ঘনের অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আর এমন প্রত্যেক ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ! তুমি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এবং কৌতুকাচ্ছলে কৃত আমার সকল ভুল-ত্রুটি তুমি ক্ষমা কর। কেননা এগুলো আমার মাঝে বিদ্যমান আছে। আমার দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে এবং যা এখনো হয় নি, আর যা গোপনভাবে আমার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে এবং যা প্রকাশ্যে আমি করেছি– সেসব তুমি ক্ষমা করে দাও।

তুমিই অগ্রসরকারী আর পেছনে ঠেলে দেয়ার অধিকারী তুমিই আর তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এরপর তাঁর একটি দোয়া হলো,

اللهم لک اسلمت وعليك توكلت وبک امنت واليک انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت.

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করি, তোমার উপর ভরসা করি, তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, তোমার দিকে বিনত হই আর তোমার সাহায্যে আমি বিরুদ্ধবাদীর সাথে তর্ক করি এবং তোমার কাছেই আমার বিষয় উপস্থাপন করি। তুমি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পাপ ক্ষমা কর। তুমিই সামনে অগ্রসরকারী আর পেছনে ঠেলে দেয়ার অধিকারী তুমিই আর তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ماستطعت اعوذبک من شر ما سمعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت.

হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমার প্রতি তোমার কল্যাণরাজি স্বীকার করছি আর নিজের পাপসমূহও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

اللهم انی اعوذ بک من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم يا ينفع اعوذبک من هولاء الاربع.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন হৃদয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাতে বিনয় ও নম্রতা নেই এবং এমন দোয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা গৃহীত হয় না আর এমন আত্মা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন উপকারে আসে না। আমি এ চারটি বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী, তুমি আমার হৃদয়কে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং অমুখাপেক্ষিতা যাচনা করছি।

اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذبک من شرورهم.

হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে যেন তোমার প্রতাপ ছেয়ে যায় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اللهم انی اسئلک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنى حبک اللهم اجعل حبک احب الى من نفسی و اهلی و من الماء البارد.

হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই এবং তাদের ভালোবাসা চাই যারা তোমাকে ভালোবাসে এবং এমন কাজের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। হে আমার খোদা! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিকতর প্রিয় ও শ্রেয় বানিয়ে দাও।

একটি দীর্ঘ দোয়া রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রসূলে করীম (সা.) কে এই দোয়া করতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার বিশেষ কৃপা প্রার্থনা করছি, যার মাধ্যমে তুমি আমার হৃদয়কে হেদায়েত দিবে, আমার কার্যসিদ্ধি করে দিবে, আমার বিক্ষিপ্ত কাজকে সাজিয়ে দিবে, আর আমার থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদেরকে পাইয়ে দিবে আর আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের মর্যাদা দান করবে। তুমি নিজ কৃপাগুণে আমার আমলকে পবিত্র করে দাও এবং আমাকে হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা ইলহাম কর। আর যেসব জিনিস আমি ভালোবাসি তা যেন আমি পেয়ে যাই। হ্যাঁ, এমন বিশেষ কৃপা যা আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। আর হে আল্লাহ্ আমাকে এমন স্থায়ী ঈমান এবং বিশ্বাস প্রদান কর যার পর কুফরী সম্ভব নয়। এমন রহমত দান কর যার মাধ্যমে আমি এ পৃথিবী এবং পরকালে তোমার নিদর্শনের সম্মান লাভ করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সকল সিদ্ধান্তে সফলতা চাই এবং শহীদদের মত আতিথেয়তা এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত জীবন আর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও ঐশী সাহায্য প্রার্থী। হে আমার প্রভু! আমি সকল প্রয়োজন নিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। যদি আমার চিন্তাধারা অপরিপক্ক হয়ে থাকে এবং আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে থাকে, তবুও আমি তোমার রহমতের আকাঙ্ক্ষী। অতএব হে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তদাতা! এবং হে হৃদয়সমূহের প্রশান্তি দাতা! আমি তোমার কাছে যাচনা করছি, যেভাবে উত্তাল সমুদ্রে তুমি মানুষকে রক্ষা কর অনুরূপভাবে আমাকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। ধ্বংসের আর্তচিৎকার এবং কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা কর। হে আমার প্রভু! যে দোয়া সম্পর্কে আমি ধারণা করতে পারি নি এবং যে বিষয়ে আমি তোমার কাছে আবেদন করি নি, সেই কল্যাণ এবং পুণ্য যার নিয়্যতও আমি করতে পারি নি কিন্তু তুমি তোমার সৃষ্টির মাঝে কারো সাথে সেই কল্যাণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছ বা নিজ বান্দাদের মাঝ থেকে কাউকে প্রদান করতে যাচ্ছ, এমন সকল প্রকার কল্যাণের আমি আকাঙ্ক্ষী। হে সকল জগতের প্রভু! আমি তোমার কাছে তোমার রহমতের দোহাই দিয়ে সেই কল্যাণ যাচনা করছি। হে আল্লাহ! দৃঢ় সম্পর্কের অধিকারী এবং হেদায়েত ও সঠিক পথ-নির্দেশনার অধিপতি! আমি কেয়ামতের দিন তোমার তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষী। আর তোমার দরবারে উপস্থিত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, রূকু ও সিজদাকারী এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারীদের সাহচর্যে সেই চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত কামনা করি। নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়ালু ও স্নেহশীল। নিশ্চয়ই তুমি যা চাও তা-ই কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে না এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে না। তোমার প্রিয় এবং বন্ধুদের জন্য আমরা যেন শান্তির বাণী হই এবং তোমার

শত্রুদের জন্য যেন যুদ্ধের নিদর্শন হই। তোমাকে যারা ভালোবাসে আমরা যেন তোমার ভালোবাসার খাতিরে তাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং তোমার প্রতি বিরোধিতা এবং শত্রুতা পোষণকারীদের সাথে যেন তোমার খাতিরে শত্রুতা পোষণ করি। হে আল্লাহ্! এটি আমাদের বিনীত দোয়া। এটি কবুল করা বা না করা তোমার উপর নির্ভর করে। হে আল্লাহ্ শুধুমাত্র এই দোয়াই আমাদের সকল পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা এবং তোমার সত্তাতেই সকল ভরসা। হে আল্লাহ্! আমার জন্য আমার হৃদয়ে নূর সৃষ্টি কর। আমার কবরকেও আলোকিত কর এবং আমার সামনে-পিছনে নূর দান কর আর আমার ডানেও নূর দাও আর আমার বামেও নূর দাও এবং আমার উপরেও নূর প্রদান কর আর আমার নিচেও নূর প্রদান কর আর আমার শ্রবনেও নূর প্রদান কর আর আমার দৃষ্টিতেও নূর প্রদান কর আর আমার কেশেও নূর প্রদান কর এবং আমার চর্মেও নূর প্রদান কর এবং আমার রক্ত-মাংসেও নূর প্রদান কর আর আমার মস্তিষ্কও নূরে পূর্ণ কর আর আমার হাড়েও নূর প্রদান কর। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে নূরের মাহাত্ম্য সৃষ্টি কর এবং এরপর আমাকে সেই নূর দান কর। অতএব আমাকে আপাদমস্তক নূরই বানিয়ে দাও। সেই সত্তা পবিত্র যিনি বুযুর্গির (অর্থাৎ গৌরব ও মহিমার) পোষাক পরিহিত অবস্থায় সম্মানের সাথে অধিষ্ঠিত আছেন। সেই সত্তা পবিত্র যাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করার সুযোগ নেই। কৃপা ও কল্যাণের অধিকারী সেই সত্তা পবিত্র, সম্মান ও বুযুর্গির (অর্থাৎ গৌরব ও মহিমার) অধিকারী সেই সত্তা পবিত্র এবং পবিত্র সেই প্রতাপ এবং সম্মানের অধিকারী সত্তা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া রয়েছে। তিনি তাঁর এক সাহাবী চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবকে চিঠিতে দোয়া লিখে পাঠিয়েছিলেন। আরবী দোয়াটি হল:

يا من هو احب من كل محبوب اغفرلى وتب الى وادخلني في عبادك المخلصين.

হে সেই সত্তা! যিনি সকল প্রেমাস্পদের চেয়ে অধিক ভালোবাসার যোগ্য, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ কর এবং আমাকে নিজ নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমরা তোমার গুনাহগার বান্দা। প্রবৃত্তি আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে তিনি (আ.) একটি চিঠি লিখেন যেখানে তিনি এ দোয়া লিখেছিলেন:

হে আমার মুহসেন এবং আমার খোদা! আমি তোমার তুচ্ছ বান্দা, পাপ ও উদাসীনতায় পূর্ণ। তুমি আমার মাঝে অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেছ কিন্তু আমাকে পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছ, আর পাপের পর পাপ প্রত্যক্ষ করেছ অথচ অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি সর্বদা আমার দোষত্রুটি ঢেকে রেখেছ আর আপন অগণিত নেয়ামতরাজি দ্বারা আমাকে ধন্য করেছ। অতএব এখনো আমার মত অযোগ্য এবং পাপে নিমজ্জিত বান্দার প্রতি রহম কর আর আমার ঔদ্ধত্য ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে আমার এই দুঃখ থেকে মুক্তি দাও কেননা তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

ফানাফিল্লাহ্ হবার যে দোয়া তিনি শিখিয়েছেন তা হলো, হে জগতসমূহের প্রভু! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আমার প্রতি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংস

না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা প্রদান কর যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি এবং আমার দোষত্রুটি গোপন রাখ এবং আমার দ্বারা এমন আমল করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমি তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার আযাব আমার উপর আপতিত হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর এবং এই পৃথিবী ও পরকালের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে। আমীন।

এখন আমাদের উচিত সাধারণভাবে ইসলামি বিশ্বকেও দোয়াতে স্মরণ রাখা। আল্লাহ তা'লা তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। আর যাদের হৃদয় বিভাজিত হয়ে আছে তাদের হৃদয় যেন যোজিত হয় এবং তাদের পারস্পরিক শত্রুতার যেন অবসান ঘটে আর শত্রুরা এদের পারস্পরিক শত্রুতা থেকে যে স্বার্থসিদ্ধি করছে, আল্লাহ তা'লা এই শত্রুদের হাতকে বিরত রাখুন এবং তারা যেন সব ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষতি করা থেকে বিরত বিরত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা সকল আহমদীদের মাঝে, পুরষ ও মহিলাদের মাঝে স্বল্পতুষ্টি সৃষ্টি করুন। তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকে দৃঢ়চিত্ততা প্রদান করুন আর সর্বদা জামা'ত ও খেলাফত-ব্যবস্থার সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখুন। আর জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও মানুষের অধিকার আদায়ের সৌভাগ্য প্রদান করুন। কর্মকর্তাদেরকেও স্বীয় দায়িত্ব বুঝার সৌভাগ্য দিন। ওয়াকফে জীন্দেগীদের নিজ ওয়াকফের চেতনার সাথে ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দিন।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ তা'লা সেই সমস্ত পরাশক্তিকে যারা মুসলমানদের হীনবল করতে চাচ্ছে, তাদের হাতকে বিরত রাখুন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন। শুধু ইসলামী বিশ্বেই নয় বরং পুরো বিশ্বজুড়ে এর ফলশ্রুতিতে এক ভয়াবহ ধ্বংস আসতে পারে, আল্লাহ তা'লা সেই ধ্বংস থেকে সবাইকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লা আহমদী শহীদদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজে তাদের পরিবার-পরিজনের সুরক্ষাকারী হোন। আসীরানে রাহে মাওলার (অর্থাৎ আল্লাহর পথে কারাবরণকারীদের) দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তা'লা সেই সমস্ত লোককে যারা যেকোনভাবে যেকোন বিপদের সম্মুখীন, তাদেরকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। অসুস্থদের আরোগ্য দান করুন। রাজনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে যেসব লোক সমস্যা পিড়ীত আছে, বিশেষত বিভিন্ন দেশে জামা'তের সদস্যরা, আল্লাহ তা'লা তাদের বিপদাবলী দূর করুন এবং শত্রুদের হাতকে বিরত করুন।

কাদিয়ানের দরবেশ, তারা তো মাত্র কয়েকজনই আছেন, কাদিয়ানে অবস্থানকারী কিছু লোক বিপদাপদে আছেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে বসবাসকারী, বিশেষভাবে রাবওয়ায় বসবাসকারীরা রয়েছেন, তাদের পরিস্থিতি আজকাল সরকারের পক্ষ থেকেও সংকটপূর্ণ করা হচ্ছে, অধিক থেকে অধিকতর কষ্টকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের আহমদীদেরকে আল্লাহ তা'লা অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'লা তাদের পরিস্থিতির উন্নতি দিন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান ছাড়া হিন্দুস্তানেরও কতিপয় অঞ্চলে, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানেও আহমদীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা এই অত্যাচারীদের হাতকে বিরত রাখুন। অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়াতে এখন পর্যন্ত যেখানে যেখানে তারা সুযোগ পাচ্ছে, এই অত্যাচারীরা আহমদীদের উপর অত্যাচার

করছে। কিছুদিন পূর্বে এক জায়গায় ছোট একটি জামা'ত ছিল, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, বর্তমানে তারা গৃহহীন অবস্থায় আছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকেও নিজ সুরক্ষার চাদরে আবৃত রাখুন এবং শত্রুদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন।
আল্লাহ তা'লা মুসলমান দেশসমূহকে, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইয়েমেনে পুনরায় কঠোর আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইরাকে, সিরিয়াতে ফির্কাগত কারণে ও গোত্রসমূহের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে মুসলমানরা মুসলমানদের শিরোচ্ছেদ করছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক দিন আর যে নবীর তারা মান্যকারী তাঁর প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করার তাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন। আর এ যুগে যে মাহদী এবং মসীহ্‌কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাঁকে মানার সৌভাগ্য তাদেরকে দিন। এই ভ্রান্তপথে চলা থেকে তারা যেন বিরত হয় এবং তাদের ইহকাল ও পরকাল যেন সুরক্ষিত হয়।

অনুরূপভাবে, সেই সমস্ত লোকের ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততিতে আল্লাহ্ তা'লা বরকত প্রদান করুন যারা বিভিন্ন তাহরীক এবং জামা'তী চাঁদা সমূহের ক্ষেত্রে আর্থিক কুরবানী করে যাচ্ছে। একইভাবে আমাদের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে, এম.টি.এ তবলীগের কাজের জন্য অনেক বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এম.টি.এ-এর কর্মকর্তাদের এবং যারা স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাদেরকে পূর্বের তুলনায় অধিকহারে সেবা করার সুযোগ দিন। আজকাল এম.টি.এ আফ্রিকাও অনেক তবলীগের কাজ করছে। নতুনভাবে আরম্ভ করা হয়েছে এটি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্থানীয়রা সেখানে কাজ করছে। আল্লাহ তা'লা তাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় বরকত প্রদান করুন এবং তারা যেন আরও উন্নতমানের অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে ইসলামের প্রকৃত বাণী নিজেদের জাতিকেও এবং পৃথিবীবাসীর কাছেও পৌঁছাতে পারে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)